যুগান্তর

তারিখ ... 12 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪ ...

থেকে : ব্যবসা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ে দেয়া একটি কম্পিউটার উদ্ধার করা হয়। শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তারা সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে এ কম্পিউটার উদ্ধার করেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে স্কুলের কম্পিউটার উদ্ধারের পর বিভিন্ন স্কুলের জন্য প্রদত্ত বোর্ডের আরও প্রায় ১ হাজার ৩৩০টি কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এর আগেও চিঠি দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের একটি স্কুলে দেয়া কম্পিউটার ফিরিয়ে নেয়া হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বারান্দায় আরও অন্তত ২৫ লাখ টাকা মূল্যের ৫৮টি কম্পিউটার এবং ১১৮টি ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার অবহেলায় পড়ে আছে। মন্ত্রণালয় প্রদত্ত নীতিমালা বা শর্ত পূরণ করতে না পারায় অনেক স্কুলে কম্পিউটার সরবরাহ করা যাচ্ছে না বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

অভিযান পরিচালনাকারী চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব রেজা মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, গোপন অভিযোগের ভিত্তিতে তারা অভিযান চালিয়ে এ কম্পিউটার উদ্ধার করেন। প্রায় এক বছর ধরে নগরীর দোস্ত বিল্ডিংয়ে অবস্থিত আরএম এন্টারপ্রাইজ নামে প্রধান শিক্ষক গোফরান হাসানের ভায়রার একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এ কম্পিউটারটি ব্যবহার হচ্ছিল। অন্যান্য স্কুলে দেয়া কম্পিউটারগুলোরও যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে তারা খোঁজখবর নিচ্ছেন। উদ্ধারকৃত কম্পিউটার কোতোয়ালি থানা হেফাজতে রেখে স্কুল প্রধান গোফরান হাসানের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাকলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোফরান হাসানের বিরুদ্ধে নির্বাচনী পরীক্ষার খাতা জালিয়াতি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর জাল করাসহ আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কম্পিউটার শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে উপযুক্ত মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে কম্পিউটার বিষয় চালু করার পাশাপাশি এ ধরনের স্কুলে কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান করে। ২০০৩ সাল থেকে কয়েক কিস্তিতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডকে ১ হাজার ৪২৫টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়। যেসব স্কুলে কম্পিউটার বিষয় চালু করা হয়েছে, কম্পিউটারের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ ও জেনারেটরের ব্যবস্থা যেসব স্কুলে রয়েছে— এ ধরনের স্কুলকে চাহিদানুসারে কম্পিউটার প্রদানের নির্দেশনা দেয় মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড অধীনস্থ ৯০৬টি স্কুলের মধ্যে অন্তত ৩০০ স্কুলের জন্য কম্পিউটার প্রদান করে। বিগত সরকারের আমলে কোন কোন স্কুল কম্পিউটার বিষয় চালু না থাকা এমনকি বিদ্যুৎ নেই এমন স্কুল কর্তৃপক্ষও রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশে বোর্ড থেকে কম্পিউটার গ্রহণ করে। সূত্র জানায়, এর পরও চাহিদা না থাকায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে অর্ধশতাধিক কম্পিউটার পড়ে আছে কয়েক বছর ধরে। যেসব কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর সদ্ব্যবহার বা যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ফ্লোরা লিমিটেড থেকে নেয়া এসব কম্পিউটারের এক বছরের ওয়ারেন্টি থাকলেও বছরের পর বছর এসব কম্পিউটার পড়ে থাকার কারণে ওয়ারেন্টি পিরিয়ড চলে যাচ্ছে। পরে এসব ব্যবহার করতে গিয়ে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে তা আর পাল্টানো যাবে না। এতে করে শিক্ষা বোর্ডই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলতে গেলে কম্পিউটারগুলো বোর্ডের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কম্পিউটার ক্রয়ের টাকা পরিশোধ করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এছাড়া ইউপিএসের নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কম মূল্যের এবং নিম্নমানের ১১৮ ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার সরবরাহ করলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ সেসব গ্রহণ না করে ফেরত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে দফায় দফায় চিঠি লিখেও কোন জবাব পাচ্ছে না।